কালের কণ্ঠ

1'3 FEB 2015

২০ ... ৫

অবরোধ-হরতালে বন্ধ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

সিলেবাস অসম্পূর্ণ রেখেই বসতে হবে পরীক্ষায়

শরীফুল আলম সুমন ▷

এক মাসেরও বেশি টানা অবরোধে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোর বেশির ভাগ খোলা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন স্কুলে আসতে না পারলেও মাঝেমধ্যে আসছে। তবে হরতাল হলে পুরোপুরিই বন্ধ থাকছে ক্লাস। কিন্তু বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শীতকালীন ছুটি শেষ হলেও অবরোধ-হরতালের অজুহাতে আর খোলেনি। ছুটি শেষে গত মাসের ৫ থেকে ১০ তারিখে বেশির ভাগ স্কুল খোলার কথা থাকলেও এখনো খোলেনি। অভিভাবকরা স্কুলে বারবার যোগাযোগ করলেও কবে স্কুল খুলবে সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারছেন না। অথচ আর কয়েক দিন পরেই তাদের সিটি পরীক্ষা। আর মে মাসে 'ও' এবং

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

অবরোধ-হরতালে বন্ধ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

'এ' লেভেল পরীক্ষা।

অভিভাবকরা বলছেন, এতে সিলেবাস অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁদের সন্তানদের পরীক্ষায় বসতে হবে। পড়ালেখা না করানোয় অনেকের পক্ষে পরীক্ষায় বসাই কষ্টকর হয়ে পড়বে। জানা যায়, টানা অবরোধের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে কর্তৃপক্ষও দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। কিন্তু তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে দিন দিন অসহায় হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। গত সপ্তাহে টানা অবরোধের সঙ্গে পাঁচ কর্মদিবসই হরতাল ছিল। চলতি সপ্তাহেরও পাঁচ দিন হরতাল ডেকেছে বিএনপি জোট। তাই কিছু কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অনলাইনে, আবার কেউ হাতে হাতে সিলেবাস দিয়ে দিচ্ছে। সেগুলো শেষ করে প্রত্যেককে শুক্রবার স্কুলে যেতে হচ্ছে। সপ্তাহের ওই দিনই সামান্য ক্লাস হচ্ছে।

এদিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নিয়ন্ত্রণে নেই বলে দায় এড়াচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি মাথাব্যথা নেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরেরও। তবে বাংলা মাধ্যমে ঠিকই তারা নজর রাখছে। হরতাল-অবরোধের মধ্যেও কোনো স্কুল যাতে বন্ধ না থাকে সে ব্যাপারে নজর রাখা হয়েছে। মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো এখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আমরা একটা নীতিমালা করার চেষ্টা করছি, সেটা হলে নিয়ন্ত্রণে আসবে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণে নেই, পরীক্ষাও আমাদের অধীনে নয়। তাই খোলা ও বন্ধের ব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না। হয়তো স্কুলগুলো সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তাদের মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অনেক অভিভাবকও বাচ্চাকে ঝুঁকি নিয়ে পাঠাতে চান না। তবে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে যেখানে এসএসসির পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলো ছাড়া সব স্কুলই খোলা রয়েছে।'

অভিভাবকরা বলেন, সরকার ইংরেজি মাধ্যমের অভিভাবকদের কাছ থেকে ঠিকই ভ্যাট আদায় করছে। তবে কেন সরকার দায়দায়িত্ব নেবে না? আবার কিছু স্কুল খোলা আর কিছু বন্ধ থাকায় কেউ শিখতে পারছে, কেউ পারছে না। অথচ একই সময়ে তাদের পরীক্ষায় বসতে হবে। সরকারকে সবার জন্যই এক নিয়ম করতে হবে। খোলা রাখলে সবাই রাখবে, বন্ধ রাখলে সবাই তা করবে। একই দেশের শিশুদের জন্য তো দুই ধরনের নিয়ম হতে পারে না। জানা যায়, নামকরা ইংলিশ মিডিয়ামের বেশির ভাগই এক থেকে দেড় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ম্যাপল লিফ, ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, সানিডেল, সানবিম, সাউথব্রিজসহ একাধিক স্কুল এই বন্ধের তালিকায় রয়েছে।

গত ১১ ডিসেম্বর থেকে ম্যাপল লিফ স্কুলে শীতকালীন ছুটি শুরু হয়। খোলার কথা ছিল ১০ জানুয়ারি। কিন্তু এরপর আর স্কুল খোলেনি। এমনকি গত নভেম্বরে জুন সেশনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শেষ হলেও সেই পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো পায়নি শিক্ষার্থীরা। এমনকি অভিভাবকরা বারবার স্কুলে যোগাযোগ করলেও কোনো উত্তর পাচ্ছেন না। তবে গত সপ্তাহে অভিভাবকদের এসএমএসে স্কুলে আসার কথা বলা হয়। এরপর তাঁদের কিছু সাজেশন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সাজেশন পেয়ে কিভাবে পড়াবেন বা কী করবেন তা নিয়ে অভিভাবকরা প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে রয়েছেন।

ইস্কাটনের এজি চার্চ স্কুল শীতকালীন ছুটি শেষে গত ৫ জানুয়ারি খোলার কথা থাকলেও আর খোলেনি। এখন তারা প্রতি শুক্রবার ক্লাস নিচ্ছে। তারা অনলাইনে পড়া দিয়ে দিচ্ছে। তবে এসব ব্যাপারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলতে মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করলেও তাঁরা ফোন ধরেননি। তবে ধানমণ্ডির একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরতাল-অবরোধে ক্লাস হবে না। নিরাপত্তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও স্কুলে আসতে হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ যদি একজন বাচ্চারও ক্ষতি হয় তাহলে দায়টা স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপরই এসে পড়বে। তবে গত সপ্তাহ থেকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। আর কিভাবে পড়তে হবে, সেই সাজেশন ও নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ অনেক অভিভাবক। একাধিক অভিভাবক জানান, হরতাল-অবরোধ না থাকলেও স্কুলে পৌঁছানোর দায়িত্ব ও নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকদের। স্কুল কর্তৃপক্ষ গেট থেকেই বাচ্চাদের অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দেয়। এই অবরোধ কবে শেষ হবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এভাবে স্কুল বন্ধ থাকলে বাচ্চারা বাসায় পড়ালেখা করছে না। স্কুলের চাপ না থাকলে বেশির ভাগ বাচ্চারই পড়ালেখা হয় না। অথচ সামনে তাদের পরীক্ষা ঠিকই দিতে হবে। তখন তারা কী লিখবে? তাই স্কুল খোলা থাকলে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সুবিধা হতো। যারা আসতে চায় তারা আসবে। অনেকেই মাঝেমধ্যে এসে পড়ালেখা চালিয়ে যাবে। যেকোনো প্রয়োজনে শিক্ষকদের সহযোগিতা নিতে পারবে। যারা দূর-দূরান্ত থেকে আসতে পারছে না, তারাও অন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা নিয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারবে।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের অভিভাবকদের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট আমিনা রত্না কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ক্লাস না করালেও আমাদের বেতন ঠিকই দিতে হচ্ছে। এক দুই মাস বন্ধ থাকলে পড়ালেখা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। স্কুলগুলো সিলেবাস দিচ্ছে। কিন্তু তাতে তেমন একটা কাজ হচ্ছে না। সামনেই সিটি পরীক্ষা। জানি না কী হবে। পড়ালেখা ঠিক রাখতে হলে স্কুল খোলা রাখতে হবে। যার ইচ্ছা সে আসবে আর যার ইচ্ছা সে আসবে না।'

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক-১) রুহী রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই অবস্থায় আমরা কাউকেই স্কুল খোলা বা বন্ধ রাখতে বলিনি। বাংলা মাধ্যম স্বেচ্ছায়ই খোলা রাখছে। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো বন্ধ রয়েছে। তাদের ওপর যেহেতু আমাদের কন্ট্রোল নেই, তাই আমরা কিছু বলতেও পারছি না। তবে অনেক স্কুলই অনলাইন বা হোমওয়ার্কের মাধ্যমে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।'